যুগান্তর

তারিখ ... 11 JUN 2018 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ২ ...

এমপিওভুক্তির নতুন নীতিমালা

বিজ্ঞান শিক্ষায় আরও গুরুত্ব দেয়া উচিত

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর (মাউশি) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য নতুন এমপিও ও জনবল নীতিমালার খসড়া প্রণয়ন করেছে। এ নীতিমালা অনুযায়ী দেশের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় ১ লাখ ৩৭ হাজার নতুন পদ সৃষ্টি হবে এবং এসব পদে নতুন জনবল নিয়োগ দেয়া হবে। দেশে শিক্ষার মানোন্নয়ন ও উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান) শিক্ষক ও কর্মচারীদের এমপিও প্রদান এবং জনবল কাঠামো সম্পর্কিত এ নীতিমালা ১৯৯৫ সালে প্রথম গৃহীত হয়। ২০১০ ও ২০১৩ সালে এ নীতিমালা দুই দফায় সংশোধিত হয়। সর্বশেষ এই নীতিমালা নবায়ন ও সংশোধনের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে এ বছর প্রণীত খসড়ার মধ্য দিয়ে।

নতুন খসড়া নীতিমালায় কিছু সংযোজন-সংশোধনের উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে। যে ৬টি শর্ত পূরণসাপেক্ষে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এমপিওভুক্ত হয়ে থাকে তার একটিতে ৫০ শতাংশ শিক্ষার্থীর পাস করার বাধ্যবাধকতার স্থলে ৭০ শতাংশ শিক্ষার্থীর পাস করার ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বর্তমানে এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২৬ হাজার ৯০। খসড়া নীতিমালা অনুযায়ী উপর্যুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় নতুন ১ লাখ ২ হাজার ৬৭৪ জন শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেয়া হবে।

আমরা মনে করি, নতুন এমপিও নীতিমালার খসড়ায় যে সংযোজন-সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়েছে তা ইতিবাচক। বিশেষত, নতুন জনবল নিয়োগের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি অনেক দেরিতে হলেও স্বীকৃত হল। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে পর্যাপ্ত শিক্ষকের অভাব রয়েছে। আর তার স্বীকৃতি এই খসড়া নীতিমালায়ও রয়েছে। দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় বিজ্ঞানের বিষয়গুলো উপেক্ষিত হচ্ছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের স্কুলে এবং দাখিল ও আলিম পর্যায়ের মাদ্রাসায় বিজ্ঞানের শিক্ষক মাত্র একজন এবং তিনিই পদার্থ, রসায়ন, জীববিদ্যা ও উচ্চতর গণিত পড়ান। নতুন প্রস্তাবে ভৌত বিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞানের জন্য আলাদা শিক্ষক নিয়োগের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এ প্রস্তাব ইতিবাচক। বর্তমান বিশ্ব বাস্তবতায় শিক্ষাকে অর্থবহ ও যুগোপযোগী করার জন্য বিজ্ঞান শিক্ষার বিকল্প নেই। বিজ্ঞানের প্রতিটি বিষয়েই একজন করে শিক্ষক থাকা প্রয়োজন। বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি হেলাফেলার দৃষ্টিভঙ্গি এবং পর্যাপ্ত শিক্ষক না থাকার কারণেই শিক্ষার্থীদের মনে বিজ্ঞানভীতি জন্ম নিচ্ছে। ফলে পিছিয়ে পড়ছে দেশ। শিক্ষা হয়ে উঠছে পাস করে শুধু সার্টিফিকেট গ্রহণ এবং চাকরি খোঁজার মাধ্যম। কর্মসংস্থানের অভাবে বেকারত্বের দুর্বিষহ বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছে কর্মক্ষম যুবসমাজ। তাই বিজ্ঞান বিষয়ে পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগদানের বিষয়টি এ নীতিমালায় আরও স্পষ্ট করা প্রয়োজন।